তন্তুবায়-তিলক।

অর্থাৎ

তন্তুবায়-কুলের প্রথম উদ্ভব

ও

আদিম বিবরণ।

উত্তবকুলজ

শ্রীপরমানন্দ দাস তন্তুবায় কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা;

গুপ্তপ্রেশ,—২৪ নং মীরজাফর্শ লেন।

সন ১২৮২।

মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

ভূমিকা।

আজি কালি বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত। যিনি যাহা মনে করিতেছেন তিনি তাহাই বলপূর্ব্বক শাস্ত্র-সম্মত বলিয়া প্রচার করিয়া নিজ প্রাধান্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দু-সমাজের এখন আর নিয়ামক কেহই নাই—দুর্ভাগ্যবশতঃ হিন্দু-রাজকুলের উচ্ছেদ হইয়া সমাজ রক্ষকহীন হইয়া পড়িয়াছে সকলেই স্বস্বপ্রধান, সুতরাং যিনি যাহা ইচ্ছা করিতেছেন তিনি তাহাই করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। এই ঘোর বিপ্লবের প্রধান কারণ কায়স্থ জাতি। তাঁহারা নিজ সামাজিক অবস্থায় সন্তুষ্ট নহেন। সর্ব্বদাই কিসে সমাজের শিখরস্থানে আপনাদিগকে তুলিয়া লইবেন—কি উপায়ে শ্রেষ্ঠ জাতিদিগকে হীনগর্ব্ব করিবেন তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। কখন বা বৈদ্যরাজ বল্লালকে স্বজাতীয় কল্পনা করিয়া কুটুম্বিতা করিতেছেন, কখন বা রাজকুল ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভূত হইবার চেষ্টা করিতেছেন, কখন বা নিরীহ ব্রাহ্মণদিগের একমাত্র সম্বল যজ্ঞসূত্র ধরিয়া টানা-টানি করিতেছেন, কখন বা বলিতেছেন "আদিশূর যে পাঁচটী দ্বিজকে কান্যকুব্জ হইতে যজ্ঞার্থে এখানে আনয়ন করেন, আমরাই সেই পাঁচজন দ্বিজ; আর যে ব্রাহ্মণ পাঁচজন

আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা আমাদিগেরই সেই পূর্ব্বপুরুষ পাঁচজনের পাচকমাত্র।” কায়স্থগণ মদগর্ব্বে যখন সমাজ-চূড়া আর্য্যজাতির শিরোভূষণ ব্রাহ্মণদিগের সহিত এরূপ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তখন যে আমাদের ন্যায় অপরাপর জাতির প্রতি সময় বিশেষে অত্যাচার করিবেন তাহার আর সন্দেহ কি? পূর্ব্ব পূর্ব্ব আর্য্য কবিগণ আপনাদিগের মনোহর কল্পনাবলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়কে সামাজিক অবস্থানুসারে বর্ণন করিবার জন্য রূপকচ্ছলে জগৎস্রষ্টার অঙ্গচতুষ্টয় জাত বলিয়া বর্ণন করিয়াছিলেন। এখন কায়স্থ মহোদয়গণ সেইটীকেই একেবারে প্রকৃত বলিয়া নিশ্চয় করিয়া লইলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগকেও ব্রহ্মার কায়া হইতে জাত বলিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সেই কায়ার প্রকৃত অর্থ কি তাহা আমরা জানি না—কোন্ অঙ্গ ত্যাগ করিয়া কোন্ অঙ্গকে যে ‘কায়া’ বলে তাহা নিরূপণ করা আমাদের সাধ্যায়ত্তও নহে। যাহা হউক তাঁহাদের মতে উক্ত জাতি কএকটীই ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সৃজিত—আর অপর জাতি?—তাহারা ব্রহ্মার সৃষ্টির বহির্ভূত জীববিশেষ! যাহা হউক কায়স্থজাতির অন্যায় আচরণ ও সমাজের প্রতি অসঙ্গত বলপ্রকাশ নিবারণ করা আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে কেবল তন্তুবায় জাতির সমাজে যে স্বত্ব আছে সেই স্বত্বকে স্থিররূপে স্থাপন করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য—এই বিষম বিপ্লবকালে যাহাতে আমাদের কোন অনিষ্ট না ঘটে তাহাই আমাব ইচ্ছা। কায়স্থকুল উদ্বেল হইয়া সমস্ত সীমা অতিক্রম করেন করুন, আমাদের

তাহায় কোন ক্ষতি বা বৃদ্ধি নাই, তবে আমাদের স্বত্বের কোনরূপ হানি না হয়।

প্রায় সকলেই বলিয়া থাকেন যে তন্তুবায়-কুল সঙ্কর জাতি, বাস্তবিক ইহা সঙ্কর জাতি নহে। *কায়স্থ যদি কায়া হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে তন্তুবায়-কুল-পিতামহ শিবদাস যে মহাদেবের যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন তাহা অবিশ্বাস করিবার কারণ কি? সংস্কৃত ভাষা অপার সমুদ্র বিশেষ, যাহা অনুসন্ধান করিবে তাহাতে তাহাই প্রাপ্ত হইবে। কায়স্থাদি জাতি যেমন এক একটা সংস্কৃত চতুষ্পদী দেখাইয়া নিজমত সমর্থন করিতেছেন আমরা কোন্ না খুঁজিলে দুইচারিটা বাহির করিতে পারি। হিন্দুসমাজের স্বাভাবিক অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে তন্তুবায়জাতি অতি পুরাতন, কায়স্থাদি জাতির ন্যায় আধুনিক নহে। এদেশের সভ্যতাও যত দিন তন্তুবায়ের সত্তাও তত দিন* আর্য্যদিগের ব্যবসায় বাণিজ্য কৌলিক প্রথামধ্যেই গ্রথিত। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যিনি যে ব্যবসায় করিতেন তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণও সেই ব্যবসায়াবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। প্রাণান্তেও কেহই অপর-কুল-ব্যবসায় অবলম্বন করেন না। সুতরাং আর্য্যগণমধ্যে যত দিন বস্ত্র ব্যবহার হইয়া আসিতেছে তত দিনই এই তন্তুবায়-জাতি বর্ত্তমান আছে।

---

* আর্য্যজাতি যে সর্ব্বাগ্রে পৃথিবীর বাল্যাবস্থাতেই সভ্যতা-সোপানে সমারূঢ় হইয়াছিলেন তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

যে দিন হইতে ভারতে শিল্পের আদর তিরোহিত হইয়াছে সেই দিন হইতেই শিল্পীগণের মর্য্যাদা কমিয়াগিয়াছে—সেই দিন হইতেই আমাদের সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হইয়াছে। এখন সে দিন নাই—এখন আর সে মান নাই। এখন যাহাদের হস্তে তুলিকা তাঁহারা কেবল কুচিত্রই চিত্রিত করিতেছেন। আমি এই সকল প্রকৃত বিষয় উদ্ভাসিত করিবার জন্য—অন্ধকারাচ্ছন্ন বিবরণে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ আলোক প্রদান করিবার জন্য বিশেষ কষ্ট ও যত্নসহকারে ৺ ভোলানাথদাসকৃত 'পুত্রসূত্রের' অনুবাদ (রামলোচন দে মহাশয়ের ১২৩৪ সালের লিখিত হস্তলিপি হইতে) সংগ্রহ করিয়া "তন্তুবায়-তিলক" নাম দিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম। এখন সাধারণ ইহার কথঞ্চিৎ অল্পমাত্র মর্ম্মগ্রহণ করিলেও সফল-মনোরথ হই ইতি।

শ্রী পরমানন্দ দাস তন্তুবায়।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

তন্তুবায়-তিলক।

নমোগণেশায় নমঃ ॥

বিঘ্নবিনাশন, গৌরীর নন্দন,
দেব গণেশায় নম।
তাঁহার চরণ, ভাবি অনুক্ষণ,
সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন ॥
খর্ব্ব স্থূল অঙ্গ, বদন মাতঙ্গ,
সুন্দর লম্ব উদর।
চন্দনে চর্চ্চিত, সৌরভে উন্মত্ত,
ভ্রময়ে গণ্ডে ভ্রমর ॥
হৃদে বিভূষিত, বৈরির শোণিত,
পরিধান দ্বিপছাল।
ভুজ করি-কর, কর রুহ সর,
পাশাঙ্কুশ জপমাল ॥
বাহন ইন্দুর, দেখিতে সুন্দর,
আজানুলম্বিত নাসা।
প্রচণ্ড গণ্ডন, মুকুট মণ্ডন,
ত্রিলোকতিমিরনাশা ॥
নানা পরিচ্ছদ, কঙ্কন অঙ্গদ,
নূপুর কিঙ্কিনী বাজে।

যতি জিতেন্দ্রিয়, যোগীগণপ্রিয়,
যোগীন্দ্র যোগীর মাঝে॥
যাহার চরণ, করিয়া সেবন,
রচিয়া মধুর গাথা।
বাল্মীকি বশিষ্ঠ, ব্যাস কবি শ্রেষ্ঠ,
ক্ষিতিতলে হৈল খ্যাতা॥
জয় বিশ্বেশ্বর, মোর বিঘ্ন হর,
হরিরসামৃতপান।
তব পাদাম্বুজ, জগদা অনুজ,
ভোলানাথ ধ্যায় ধ্যান॥

নারায়ণ দেব বন্দি ক্ষিরোদের কূলে।
সারাৎসার বস্তু তেঁহ সর্ব্বশাস্ত্রে বলে॥
ব্রহ্মার চরণ বন্দি হয়ে সাবধান।
তাঁহার চরণ সেবি ব্রহ্মপদ পান॥
ব্রহ্মপুরে গিয়া হব পারিষদ গণ।
মর্ত্ত্যপুরে আসিবারে নাহি হয় মন॥
আমার শকতি কিবা তব স্তুতি জানি।
নিজগুণে কৃপা মোরে কর পদ্মযোনি॥
শঙ্কর ভবানী বন্দি হয়ে হৃষ্টমতি।
দোঁহে অনুগ্রহ কৈলে না থাকে দুর্গতি॥
শিবদুর্গা-চরণে যাঁহার থাকে মন।
অন্তে যাইবে সেই কৈলাস ভবন॥
কৈলাসেতে গিয়া সেই পারিষদ হয়।
বেদের বিধান ইহা অন্যমত নয়॥

রাবণ সেবিল হর গৌরীর চরণ।
সেই ফলে মুক্তিপদ দিলা নারায়ণ॥
জ্ঞানহীন মূঢ়-মতি আমি কিবা জানি।
নিজ গুণে কৃপা কর শঙ্কর ভবানী॥
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দি করিয়া প্রণতি।
কোন চিন্তা নাহি হয় যার ঘটে স্থিতি॥
তোমা দুহার চরণে মোর এই নিবেদন।
অনুগ্রহ করি সদা থাকিবে সদন॥
চন্দ্র সূর্য্য দেব বন্দি হয়ে আনন্দিত।
যাঁহার উদয়ে হয় ত্রৈলোক্য দীপিত॥
অষ্টবসু, নব গ্রহ, অশ্বিনী-কুমার।
প্রণতি করিয়া বন্দি চরণ সবার॥
ধর্ম্ম, বায়ু, অগ্নিদেব বন্দি যোড়করে।
দশ দিক্‌পাল আদি দেব পুরন্দরে॥
মাতা পিতার চরণ বন্দি হয়ে আনন্দিত।
যাহা হইতে দেখিলাম সকল পৃথিবীত॥
ততঃপর বন্দিলাম শ্রীগুরুচরণ।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অবশ্য পূরণ॥
ভোলাদাস নিবেদয়ে কিজানি ভকতি।
অন্তকালে চরণ-তলে দেহ অবস্থিতি॥
শুন সবে একভাবে নিবেদন করি।
আনন্দ করিয়া সবে বল হরি হরি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন জন।
ব্রহ্মা লইলেন ভার সৃষ্টির পত্তন॥

বিষ্ণু লইলেন ভার পালন করিতে।
মহাদেব লৈলা ভার সংহার করিতে॥
সর্ব্ব সৃষ্টি করিলেন ব্রহ্মা মহাশয়।
ভোক্ষ্য ভোজ্য আদি করি নানামত হয়॥
উলঙ্গ দেখিয়া ব্রহ্মা ভাবিলেন মনে।
গাছের বাকল দিলা করিতে পিন্ধনে॥
একদিন স্বর্গপুরে ইন্দ্র দেবরাজ।
নিমন্ত্রণ করিলেন দেবের সমাজ॥
সকল দেবতা আসি একত্র হইল।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ইন্দ্র অর্চ্চনা করিল॥
সর্ব্ব দেবগণ তবে ভোজনে বসিল।
স্বর্ণ থাল পূরি শচী অন্ন আনি দিল॥
নানা মত করি তাহে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
পরিষেন শচী দেবী আনন্দ-বদন॥
গহায়াতে শচী দেবীব বাকল সরিল।
দেব সভা মধ্যে শচী লজ্জিতা হইল॥
তাহা দেখি সর্ব্বদেব ভাবে মনে মন।
কিমতে হইবে দৃঢ় কটির বসন॥
ভোজনান্তে সর্ব্ব দেব করি আচমন।
মুখশুদ্ধি তাম্বুলাদি করিল ভক্ষণ॥
মন মধ্যে দেবগণ মন্ত্রণা করিয়া।
কহিলেন ইন্দ্র-দেবে বস্ত্রের লাগিয়া॥
ইন্দ্র বলে 'যে আজ্ঞা করিলে সবে মোরে।
মোর নিবেদনে চল ব্রহ্মার গোচরে॥'

ইহা শুনি দেবগণ আনন্দিতহিয়া।
ব্রহ্মার নিকটে সবে উত্তরিল গিয়া॥
করপুটে ইন্দ্র আদি করে নিবেদন।
'এ চৌদ্দভুবন প্রভু তোমার সৃর্জন॥
মোসবার মনস্কাম করহ পূরণ।
বাকল ত্যজিয়া পুন করহ বসন॥'
দেব-বাক্য শুনি তবে কহে প্রজাপতি।
'বস্ত্র করিবারে নহে আমার শকতি॥
চল সবে জানাইব বিষ্ণুর সদন।
তাঁহারে কহিব গিয়া বস্ত্রের কারণ॥'
এতেক শুনিয়া তবে আনন্দিত হিয়া।
ক্ষিরোদের কূলে পুন উত্তরিল গিয়া॥
অনন্ত শয্যায় আছেন দেব নারায়ণ।
করপুটে পদ্মযোনি করিল স্তবন॥
'তুমি দেব মহাপ্রভু কমলার পতি।
মোসবার নিবেদন কর অবগতি॥'
ইহা শুনি নিদ্রা ভঙ্গ হইল তাঁহার।
জিজ্ঞাসেন 'কি লাগিয়াগমন সবার॥'
ব্রহ্মা বলে 'সর্ব্ব সৃষ্টি করিনু গোসাঁই।
বস্ত্র সৃষ্টি করিবারে মোর সাধ্য নাই॥
তে কারণে আইলাম তোমার সদন।
আপনি করহ প্রভু বস্ত্রের সৃজন॥'
এত শুনি নারায়ণ হাসিতে লাগিল।
সরস বচনে প্রভু ব্রহ্মারে কহিল॥

'দেব-দেব মহাদেব প্রভু ত্রিলোচন।
তাঁর আগে গিয়া কহ বস্ত্রের কারণ॥'
সর্ব্ব দেবগণ তবে বিষ্ণু আজ্ঞা পায়ে।
তথা হইতে দেবগণ শীঘ্রগতি হয়ে॥
কৈলাসশিখরে পুন উত্তরিল গিয়া।
শিবের কিঙ্কর নন্দী আছেন বসিয়া॥
দেবগণে দেখি নন্দী আনন্দিত হয়ে।
হরের সাক্ষাতে সব জানাইল গিয়ে॥
'ব্রাহ্মাদি আইল দেব তব দরশন।
আপনি করহ গিয়া সবার অর্চ্চন॥'
এত শুনি মহাদেব আনন্দিত হৈল।
অভ্যর্থনা করি সবে বসিতে বলিল॥
'কহ কহ দেবগণ গমনকারণ।
কি হেতু আইলে সবে আমার সদন॥'
ইহা শুনি ব্রহ্মা-দেব কহিতে লাগিল।
'তোমা জানাইতে প্রভু বিষ্ণু আজ্ঞা কৈল॥
বস্ত্রের কারণ মোরা কহিনু তাঁহারে।
তেঁহ পাঠাইয়া দিল তোমার গোচরে॥'
তোমার অগ্রেতে এই মোর নিবেদন।
আপনি করহ তুমি বস্ত্রের সৃজন॥'
ইহা শুনি গঙ্গাধর আনন্দ হইল।
করিব বলিয়া তেঁহ স্বীকার করিল॥
শুনিয়া সবার বড় আনন্দিত মন।
'বিদায় করহ মোরা যাই নিকেতন॥'

ইহা শুনি সর্ব্বজনে বিদায় করিল।
কেমনে হইবে বস্ত্র ভাবিতে লাগিল ॥
স্বীকার করিয়া হর হইলা ভাবিত।
হেন কালে মহা মায়া আসি উপনীত ॥
'কি কারণে উচাটন দেখি তব মন।
ভাবিত হয়েছ প্রভু কিসের কারণ ॥'
মহাদেব বলে 'প্রিয়ে শুন দিয়া মন।
দেবগণ এসেছিলা আমার সদন ॥
বস্ত্র করিবারে সবে মোরে দিল ভার।
সবার আগেতে আমি কৈনু অঙ্গীকার ॥
কেমনে হইবে বস্ত্র কহ দেখি শুনি।'
এত শুনি কহিতে লাগিল কাত্যায়নী ॥
'শুন শুন প্রাণনাথ করি নিবেদন।
আমার বচনে কর যজ্ঞ আরম্ভণ ॥'
ইহা শুনি মহাদেব আনন্দ হইল।
নারদে ডাকিয়া হর কহিতে লাগিল ॥
'বস্ত্র হেতু যজ্ঞ আমি করিব এখন।
নিমন্ত্রিয়া আন তুমি সর্ব্ব দেবগণ ॥'
ইহা শুনি তপোধন গমন করিল।
সর্ব্ব দেবগণে তবে নিমন্ত্রণ দিল ॥
নিমন্ত্রণ পেয়ে সবে আনন্দিত মনে।
আসি উত্তরিল তবে কৈলাসভুবনে ॥
হর গৌরী দেখে সব দেবগণ আইল।
'যজ্ঞ পূর্ণ দিব' বলি অনুমতি লৈল ॥

'পূর্ণাহুতি দেহ' বলি বলে সর্ব্বজন ।
ইহা শুনি পূর্ণা হর দিল তত ক্ষণ ॥
তাহাতে জন্মিল এক পুরুষ রতন ।
দেখি দেবগণ হৈল আনন্দবদন ॥
সেই পুরুষ সবাকারে প্রণাম করিয়া ।
দণ্ডাইল সবা আগে করপুট হৈয়া ।
'কি কর্ম্ম করিব আজ্ঞা দেহ সর্ব্বজ্ঞ ।'
বিশ্বনাথে জিজ্ঞাসেন সর্ব্ব দেবগণ ॥
মহাদেব বলেন 'শুন আমার ভারতী ।
বস্ত্রের নির্ম্মাণ তুমি কর শীঘ্রগতি ॥'
ইহা শুনি কহে 'শুন ভোলা মহেশ্বর ।
যে আজ্ঞা, করিলে তাহা করিব তৎপর ॥'
সর্ব্ব দেব কহে তবে ঈশানের স্থান ।
'তব যজ্ঞে জন্ম ইহার শিবদাস নাম' ॥
শিব দাস কহে 'শুন মোর নিবেদন ।
সকলের স্থানে কহি বস্ত্রের কারণ ॥
যেই কর্ম্ম যাহা হৈতে হয় উপযুক্ত ।
করিবে সর্ব্বদা মোরে হয়ে অবিরক্ত ॥'
ইহা শুনি দেবগণ করিল স্বীকার ॥
বিদায় হইয়া স্থানে গেল আপনার ॥
পুন কহে শিবদাস ঈশানের স্থানে ।
'সুতা না হইলে বস্ত্র হইবে কেমনে ॥
সূতার কারণ তবে শুন ত্রিপুরারি ।
আপনি কাটিয়া সুতা দিবেন শঙ্করী ॥'

ইহা শুনি বিশ্বনাথ ভবানীরে কয়।
'তুমি সূতা কাটি দিলে তবে বস্ত্র হয়॥'
ত্রিপুরা কহেন 'তবে সূতা কাটি,আমি।
প্রথমের বস্ত্র খানি মোরে দিবে তুমি॥'
শুনি বিশ্বনাথ কয় 'সত্য অঙ্গীকার।
প্রথমের বস্ত্র খানি হইবে তোমার॥'
পুনরায় হরে দুর্গা কহেন তখনে।
'কেমনে হইবে সূতা কার্পাস বিহনে॥
কার্পাসের উপদেশ কহি যে তোমারে।
যুধিষ্ঠির পর্ব্বতেতে আছে কল্পাসুরে॥
দুরন্ত রাক্ষস তার অষ্ট বিলোচন।
হনুমান হস্তে তার হইবে নিধন॥'
ইহা শুনি হনুমানে স্মরণ করিল।
আসি হনুমান বীর হরে প্রণমিল॥
'কিহেতু ডাকিলে মোরে দেব ত্রিলোচন।
আজ্ঞাকর কোন কর্ম্ম করিব এখন॥'
মহাদেব বলে 'শুন বীর হনুমান।
যুধিষ্ঠির পর্ব্বতে তুমি করহ পয়াণ॥
কল্পাসুর নাম তাহে আছে নিশাচরে।
তার অষ্ট চক্ষু আনি দেহত আমারে॥
তোমাবিনে নাহি পারে অন্যের শকতি।
আমার বচনে তুমি যাহ শীঘ্র গতি॥'
ইহা শুনি হনুমান গমন করিল।
চক্ষের নিমিষে বীর তথাকারে গেল॥

দেখিল রাক্ষস আছে পর্ব্বতে বসিয়া।
হনুমান বীর কহে তর্জ্জন করিয়া॥
'মহাদেবের আজ্ঞা তোরে বধিব যে আমি।
শক্তি থাকে মোর সঙ্গে যুদ্ধ কর তুমি॥
শুনিয়া রাক্ষস তবে অন্তরে কুপিল।
বাহু প্রসারিয়া তখন হনুরে ধরিল॥
দুইজনে মল্লযুদ্ধ অতি ঘোরতর।
ধরাধর খাস পড়ে ভূমের উপর॥
দুইজনার গর্জ্জনেতে কানে লাগে তালি।
চড় চাপড় মারে কত আথালি পাথালি॥
ভূমি কম্পে দুঁহার চরণ তড় বড়ি।
চরণে চরণ ছাঁদি যায় গড়াগড়ি॥
চক্ষু পালটিতে কার নাহি অবসর।
এইরূপে যুদ্ধ হয় তৃতীয় প্রহর॥
দৈব-বলে বলাধিক পবনকুঙর।
উঠিয়া বসিল তার বুকের উপর॥
এক চড়ে দন্ত গুলা ভাঙ্গিয়া পাড়িল।
বজ্রমুষ্টি মারি তারে নিস্তেজ করিল॥
পায়ে ধরি তাহারে ঘুরায় হনুমান।
অন্তরীক্ষে রাক্ষসের বাহিরায় প্রাণ॥
তবে হনুমান তারে ভূমেতে ফেলিয়া।
অষ্ট চক্ষু লয় তার নখেতে তুলিয়া॥
কৈলাসশিখরে বীর করিল পয়াণ।
কত দূরে হৈল তবে দিবা অবসান॥

শ্রীফলের বৃক্ষ বীর দেখিল নিকটে।
তাহে গিয়া মহাবীর লম্ফ দিয়া উঠে॥
রজনী বঞ্চিয়া সুখে বীর হনুমান।
প্রভাতে উঠিয়া বীর করিল পয়াণ॥
হাতেতে আছিল চক্ষু একটী পড়িল।
শ্রীফলের বৃক্ষ তাহা অমনি হরিল॥
হনুমান বীর তবে অনেক খুঁজিল॥
চাহিয়ে তাহারে বীর তবু না পাইল।
অবশেষে মহাবীর সক্রোধ হইয়া।
শাপ বাণী কহে তবে বৃক্ষেরে চাহিয়া॥
'যেমন তুমি এ চক্ষু করিলে হরণ।
তোমার বিচিতে হবে কাপাস লক্ষণ॥
তোর বিচি কেহ যেন না করে আহার।'
কহিল এমত বীর পবনকুমার॥
এহেতু শ্রীফল বিচি কাপাস বরণ।
শাপের লাগিয়া কেহ না করে ভক্ষণ।
তথা হৈতে যায় বীর গমন করিয়া।
এক গেল সাত চক্ষু হাতেতে করিয়া॥
পথ মধ্যে এক চক্ষু বনেতে পড়িল।
পুনরপি সেই খানে খুঁজিতে লাগিল॥
না পাইয়া মনে বড় ক্রোধ উপজিল।
কুপিত হইয়া বীর ক্ষণেক রহিল॥
পুনরপি ক্রোধ করি কহে কটুবাণী।
'মোর শাপে জন্ম তব যাবে বিরহিণী॥

বৃক্ষ হৈলে ফল তাতে অবশ্য হইবে।
মোর শাপে ফল তাতে কভু না জন্মিবে॥
মহা ক্রোধ করি তবে হনুমান কয়।
বনকাপাস বলি নাম অবনীতে হয়॥
এত বলি যায় বীর গমন করিয়া।
কৈলাসশিখরে পুন উত্তরিলা গিয়া॥
রক্ত পূয হেতু বীর বিচারিল মন।
জলে পাখালিতে বীর করিল গমন॥
ধুইতে লাগিল চক্ষু সুন্দর করিয়া।
হাত হৈতে এক চক্ষু পড়িল সরিয়া॥
হেন কালে এক মৎস্য তথায় আছিল।
শীঘ্র করি ঐ চক্ষু অমনি গিলিল॥
তাহা দেখে হনুমান মন-দুখ করি।
ডাকিয়া বলিল তবে 'শুনহ শফরী॥
এই চক্ষু তুমি জীর্ণ করিতে নারিবে।
কপাল ফুটিয়া তোর বাহির হইবে॥'
এত যদি তাহারে কহিল হনুমান।
সেই হইতে তেচকো হৈল তার নাম॥
অশুচি হইল মৎস্য এইত লাগিয়া।
কোন কার্য্যে না আইল জনম লভিয়া॥
তিন গেল তিন ঠাঁই পাঁচ যে রহিল।
তাহা লয়ে হনুমান হর কাছে গেল॥
সন্তুষ্ট হইয়া হর হনুরে জিজ্ঞাসে।
গৌউন তোমার কেন এতেক দিবসে॥

একথা শুনিয়া বলে পবননন্দন।
'দুরন্ত রাক্ষস সেই বড়ই বিষম॥
তৃতীয় প্রহর যুদ্ধ তার সনে কৈনু।
এই হেতু শীঘ্রগতি আসিতে নারিনু॥
এ দোষ মার্জ্জনা মোর করহ গোঁসাই।'
শিব বলেন 'কোন্ দেব আইস মোর ঠাঁই॥'
হনু বলে 'আমি হই বনের বানর।
প্রণাম করি গোঁসাই তোমার নফর
সন্তুষ্ট হইয়া হর আশীর্ব্বাদ দিল।
বিদায় হইয়া হনু নিজ স্থানে গেল॥
পার্ব্বতীরে হর তবে কহিতে লাগিল।
'কল্প'স্থর মারি চক্ষু হনু আনি দিল
ইহা শুনি মহামায়ার আনন্দ হইল।
ভীম ভীম বলি মাতা ডাকিতে লাগিল॥
শুনিয়া ত ভীম তবে নিকটে আইল।
প্রণাম করিয়া কর-পুটে দাণ্ডাইল॥
ভীমেরে কহেন মাতা 'শুনরে বচন।
কাপাস রুপিব স্থান করহ এখন॥'
আজ্ঞা মাত্র ভীম তবে গমন করিয়া।
ভূমে চাস দিতে গেল লাঙ্গল আনিয়া॥
ভূমি চষি মহামায়ে সমাচার দিল।
সেই পাঁচ বিচী মাতা রুপিতে বলিল॥
শীঘ্র গিয়া বিচী ভীম রুপিল তখনি।
শুনিয়া আনন্দ বড় হইল ভবানী॥

মন দিয়া শুন এক অপূর্ব্ব কথন।
ব্রহ্মাদেব করিলেন যজ্ঞ আরম্ভণ॥
নারদেরে ডাকিয়া কহেন পিতামহ।
'সকল দেবতা-গণে নিমন্ত্রণ দেহ॥'
ইহা শুনি তত ক্ষণ চলে তপোধন।
সকল দেবতা গণে দিল নিমন্ত্রণ॥
সকল দেবতা আসি একত্র হইল।
অনুমতি লয়ে ব্রহ্মা যজ্ঞে পূর্ণা দিল॥
কুশেতে করিয়া জল দিলেন যজ্ঞেতে।
হেন কালে এক কন্যা জন্মিল তাহাতে॥
দেখি দেবগণ সব আনন্দিত মন।
ডাকিয়া বলিল সবে 'শুন পদ্মাসন॥
অবশেষে দিলে তুমি কুশের আহুতি।
তাহাতে জন্মিল কন্যা নাম কুশাবতী॥'
এত শুনি ব্রহ্মাদেব আনন্দ হইল।
কুশাবতী বলি নাম তাহার রাখিল॥
বিদায় হইয়া সবে ব্রহ্মার সদন।
আপনার স্থানে তাঁরা করিলা গমন॥
এথা ক্ষেতে সেই বীজে অঙ্কুর হইল।
দিনে দিনে ক্রমে তবে বাড়িতে লাগিল॥
কত দিন বই তার পুষ্প বিকশিল।
তাহা দেখি মহামায়া আনন্দ বাড়িল॥
সুরপুরে যত ছিল নর্ত্তকীর গণ।
পুষ্প তুলি লয়ে গেল পূজার কারণ॥

প্রভাতে আসিয়া দেবী বৃক্ষপানে চান।
কোন বৃক্ষে পুষ্প মাতা দেখিতে না পান॥
পুষ্প না দেখিয়া মাতা ভাবি মনে মনে।
জানিলেন পুষ্প নিল নর্ত্তকীর গণে॥
পুনরপি কাত্যায়নী মনেতে চিন্তিয়া।
শোণিত দিলেন বৃক্ষে অঙ্গুলি ছেঁদিয়া।
অশুচি হইল পুষ্প আর না তুলিল।
অতঃপর সেই বৃক্ষে ফল জনমিল
সুপক্ক হইল ফল কত দিনান্তরে।
কাপাস হইল সেই ফলের ভিতরে॥
দেখিয়া ত ভবানীর আনন্দ বাড়িল।
চুপড়ি ধরিয়া মাতা ফল তুলি নৈল॥
পুনরপি মহামায়া ভবনে আসিয়া।
ভীমকে কহেন 'আন বিশাই ডাকিয়া॥'
বিশ্বকর্ম্মে ডাকিবারে ভীম তবে গেল।
লইয়া তাহারে সঙ্গে সত্বরে আইল॥
বিশ্বকর্ম্মা আসি মায় প্রণাম করিয়া।
কর যোড়ে দাণ্ডাইল 'কি আজ্ঞা' বলিয়া॥
'লিঙ্গভিব কাপাস' বলেন মহেশ্বরী।
'চরকী করিয়া দেহ তুমি শীঘ্র করি॥'
শাস্ত্র কবি বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিল।
ত্বরায় আনিয়া তাহা দেবী-স্থানে দিল॥
পাইয়া ত মহামায়া সন্তুষ্ট হইল।
বিদায় করিয়া মাতা আশীর্ব্বাদ দিল॥

সেইক্ষণে মহামায়া চরকী লইয়া।
পৃথক্ করিল ফল বীজ ঘুচাইয়া॥
পদ্মাকে কহিল মাতা 'পাত কর তুমি।
শীঘ্র সূতা কাটি বিশ্বনাথে দিব আমি॥'
শীঘ্র পাত করি পদ্মা মহামায়ে দিল।
কাত্যায়নী সূতা তবে কাটিতে লাগিল॥
হইল প্রস্তুত সূতা দেবী আনন্দিত।
ঈশানের স্থানে গিয়া হৈল উপনীত॥
দেবী কহে 'সূতা দেব কাটিলাম আমি।
বস্ত্র বুনাইয়া শীঘ্র মোরে দেহ তুমি॥'
শুনিয়াত গঙ্গাধর আনন্দ হইল।
'শিবদাস' বলি তবে ডাকিতে লাগিল॥
শুনি শিবদাস তবে তথায় আইল।
প্রণাম করিয়া করপুটে দণ্ডাইল॥
'কোন্ হেতু আমারে ডাকিলে মহাশয়।
শিব বলে 'সূতা প্রস্তুত হলরে তনয়॥
সূতা হল শীঘ্র তুমি করহ বসন।'
শুনিয়াত শিবদাস কহেন তখন॥
'যে আজ্ঞা আমারে তুমি করিলে গোসাঁই।
বসন করিব হেন যন্ত্র কিছু নাই॥
যন্ত্রের কারণ প্রভু শুন কহি আমি।
সর্ব্ব দেবগণে হেথাকারে আন তুমি॥'
এই বাক্য শিবদাস কহিল যখন।
হেন কালে উপনীত নারদ তখন॥

ভাগিনা দেখিয়া হর আনন্দ বাড়িল।
'আইস আইস' বলি তারে বসিতে বলিল॥
বসাইয়া তাঁহারে কহেন ত্রিলোচন।
'দেবগণে ডাকি তুমি আনহ এখন॥'
ইহা শুনি তপোধন গমন করিল।
শীঘ্রগতি দেবগণ কৈলাসে আইল॥
সকল দেবতা আসি হৈল উপনীত।
বৃত্তান্ত কহেন হর সবার বিদিত॥
শুনি বিশ্বকর্ম্মা বলি তিন ডাক দিল।
আসি বিশ্বকর্ম্মা সেই স্থানে উত্তরিল॥
বিশ্বকর্ম্মে আজ্ঞা তবে কৈল দেবগণ।
'যাহা কহে শিবদাস করহ গঠন॥'
বিশ্বকর্ম্মা বলে 'ভাই জিজ্ঞাসি তোমারে।
কোন যন্ত্র গঠি দিব কহ ত আমারে॥'
শিবদাস বলে 'ভাই তুমি বিচক্ষণ।
গঠিয়া তাঁতের সজ্জা দেহ ত এখন॥'
ইহা শুনি বিশ্বকর্ম্মা করিল নির্ম্মাণ।
প্রস্তুত করিয়া দিল শিবদাস স্থান॥
দেবগণ প্রতি তবে শিবদাস বলে।
'তাঁতে মোর অধিষ্ঠান হইবে সকলে॥'
ইহা শুনি দেবগণ অঙ্গীকার কৈল।
স্থানে স্থানে আবির্ভূত হইয়া রহিল॥
ইন্দ্র বজ্রে তেগ্‌ভাট করিল নির্ম্মাণ।
পাটিতে আপনি ব্রহ্মা হৈল অধিষ্ঠান॥

দক্তিতে আবির্ভূত কলি তবে হইল।
অশ্বিনীকুমার দুই ভাড়াতে রহিল॥
সানাঁতে রহিল তবে সহস্রলোচন।
মাকুতে করেন ভর আপনি পবন॥
স্বর্গবিদ্যাধরী আসি নাচনী হইল।
তাঁতের যতেক দড়ি নাগগণ হল॥
কাটি খুঁটি আদি করি যত আছে আর।
যাহা হৈতে যাহা হৈল নয় অধিকার॥
নানা মতে সরঞ্জাম সকল হইল।
পুনরপি শিবদাস কহিতে লাগিল॥
'শুন শুন দেবগণ মোর নিবেদন।
একেলা না হবে সাধ্য করিতে বসন॥'
দেবগণ ভাবিতে লাগিল ইহা শুনি।
কোন মতে শিবদাস পাইবে গৃহিণী॥
ভোলানাথ কহে শুন বল সর্ব্বজন।
মনে মনে করে সবে কন্যা অন্বেষণ॥

নারদমুনি কয়, 'শুন মহাশয়,
নিবেদেই তব ঠাঁই।
যজ্ঞেতে তোমার, জনম ইহার,
শুন শুনহ গোসাঁই॥
ইহার কারণ, কন্যা অন্বেষণ,
কোথায় করিবে তুমি।

শুন উপদেশ, কহি যে বিশেষ,
তোমার সাক্ষাতে আমি॥
কত দিনান্তর, দেব সৃষ্টিকর,
কৈল যজ্ঞ আরম্ভণ।
আমারে ডাকিয়ে, হরষিত হয়ে,
কহে সব বিবরণ॥
যত দেবগণ, কর নিমন্ত্রণ,
মোরে কহে প্রজাপতি।
তার আজ্ঞা পেয়ে, অতি শীঘ্র হয়ে,
দেবপুরে উপনীতি॥
যতেক দেবতা, শুনি যজ্ঞ কথা,
বিলম্ব আর না কৈল।
সসজ্জ হইয়া, বাহনে চড়িয়া,
ব্রহ্মপুরে উত্তরিল॥
দেখি পদ্মাসন, যত দেবগণ,
অতি হৃষ্টমতি হয়ে।
পদ পাখালিতে, ভৃঙ্গার পূরিতে,
জল দিল শীঘ্র লয়ে॥
পাদ্য অর্ঘ দিয়া, চরণ ধোয়াইয়া,
বসিল আসন পর।
পূর্ণার কারণ, দেবগণস্থান,
কহে সেই সৃষ্টিধর॥
শুনি দেবগণে, বলে এইক্ষণে,
যজ্ঞ পূর্ণ তুমি কর।

এ বোল শুনিয়া, কুশে জল নিয়া,
দিলা যজ্ঞের উপর ॥
পূর্ণাজল দিল, কন্যা জনমিল,
তাহা দেখি দেবগণ।
কহে এই বাণী, শুন পদ্মযোনি,
আমি করি নিবেদন ॥
কুশজল পেয়ে, কন্যা জনমিয়ে,
দাঁড়াইল বিদ্যমান।
ইহার কারণ, কহি তব স্থান,
কুশাবতী হইল নাম ॥
শুন কীর্ত্তিবাস, এই শিবদাস,
তব যজ্ঞে উতপতি।
দূত পাঠাইয়া, ব্রহ্মারে বলিয়া,
বিভা দেহ কুশাবতী ॥'
এ বোল শুনিয়া, হরিষ হইয়া,
মহেশ তখন কন।
'নারদের বাণী, শুন সুরমুণি,
আর যত দেবগণ ॥'
হরবাক্য শুনি, কহে সুরমুনি,
'নারদ যাউক তথা।
শিবদাস তরে, কন্যা বরিবারে,
বলুক ব্রহ্মারে কথা ॥'
নারদ শুনিয়া, হাতে বীণা নিয়া,
ত্বরিত গমনে গেল।

ব্রহ্মার সাক্ষাত, হৈল উপনীত,
প্রণমিয়ে দাণ্ডাইল ॥
কহে পদ্মাসন, 'কেন আ॰
কহ মোরে সেই কথা।'
কহে তপোধন, 'শুন নিবেদন,
ধূর্জ্জটী পাঠাইল হেথা ॥
কুশাবতী কন্যা, রূপে গুণে ধন্যা,
আছয়ে তোমার ঘরে।
তাহার কারণ, এনু তব স্থান,
শিবদাসে বরিবারে ॥'
একথা শুনিয়া, মনেতে ভাবিয়া,
তবে কহে প্রজাপতি।
'শিবদাস বরে, আনহ সত্বরে,
বিভা দিব কুশাবতী ॥'
এতেক শুনিয়া, কুতূহল হৈয়া,
চলিলেন তপোধন।
অতি শীঘ্রগতি, হৈল উপনীতি,
যথা আছে ত্রিলোচন ॥
নিবেদন শুন, তুমি পঞ্চানন,
মোরে পাঠাইল ধাতা।
অঙ্গীকার কৈল, বিভা দিতে হৈল,
তাঁহার এই বারতা ॥'
শুনি সর্ব্বজন, বড় হৃষ্টমন,
নারদে প্রসংশা করে।

লগ্নের কারণ, শুন তপোধন,
পুন যাও তথাকারে॥'
এই কথা শুনি, কহে মহামুনি,
হরিষ হয়ে অন্তর।
কৃষ্ণগুণ গায়, উত্তরে তথায়,
যথা আছে মহেশ্বর॥
প্রণাম করিয়া, করযোড় হৈয়া,
পুনঃ কহে মুনিবর।
'কালিকার রাত্রিতে, প্রহর মধ্যেতে,
তথা লয়ে যাবে বর॥'
এই কথা শুনি, কহে শূলপাণি,
'শুন শুন দেবগণ।
কালি রজনীতে, প্রহর মধ্যেতে,
লগ্ন হৈল নিরূপণ॥'
এই কথা শুনি, দেব সুরমুনি,
আনন্দ বড়ই হৈল।
ভাল ভাল বলি, হয়ে কুতূহলী,
তাহে অনুমতি দিল॥
শুনি শূলপাণি, ডাকিয়া ভবানী,
তাহে কহে কীর্ত্তিবাস।
'শিবদাস-বিভা, কালই হইবা,
আজি তার অধিবাস॥
যতেক বিহিত, আছে কুল-নীত,
ত্বরায় করহ তুমি।

তোমারে কহিনু, নিশ্চিন্ত হইনু,
অবসর পাইনু আমি ॥'
কহেন শঙ্করী, 'শুন ত্রিপুরারি,
নিবেদেই তব পায়।
নারীকর্ম্ম যত, করিব ত্বরিত,
তোমার নাহিক দায় ॥'
তবে মহামায়, ডাকিয়া পদ্মায়,
কহিছে তাহার কথা।
'করহ গমন, যত নারীগণ,
ডাকিয়ে আনহ হেথা ॥'
শীঘ্রগতি করি, অনেক কুমারী,
সঙ্গে করি পদ্মা আইল।
যতেক সুন্দরী, দেখিয়া শঙ্করী,
জল সহিবারে কৈল ॥
শুনিয়া বচন, কহে নারীগণ,
'শুন গো শিখরমাতা।
জল সহিবারে, কহিলে সবারে,
বাদ্য ভাণ্ড তাব কোথা ॥'
শুনিয়া শঙ্করী, যথায় পুরারি,
ত্বরায় চলিল তথা।
তাঁর আগে গিয়া, করযোড় হৈয়া,
কহেন সরস কথা ॥
'বাদ্যের কারণ, যত নারীগণ,
জল সহিতে না চায়।

বাদ্যকারগণ, আনহ এখন,
এই কহিনু তোমায় ॥’
শুনি ত্রিলোচনে, ডাকি ভীমসেনে,
বাদ্য আনিবারে কন।
শুনি ততক্ষণ, করিল গমন,
ডাকি আনে বাদ্যগণ ॥
আইল বাদ্যধাম, কত লৈব নাম,
বিভিন্ন প্রকার বাজে।
বাদ্যের শবদে, আনন্দিত নাদে,
হরষিত দেব-রাজে ॥
কক্ষে হেম ঝারী, যতেক সুন্দরী,
জল সহে ঘরে ঘরে।
এওগণ মিলি, দেয় হুলাহুলি,
তণ্ডুল মাগন করে ॥
দিব্য অভরণ, সহস্রলোচন,
দিলেন বরের গায়।
শিবিকা লইয়া, তাহে বসাইয়া
বিভা দিতে সবে যায় ॥
যত দেবগণ, সহ নিজগণ,
চলিল বর-সংহতি।
ভূত প্রেতগণে, ডাকি ভীমসেনে,
কহিলেন উমাপতি ॥
তবে ভীমসেন, ডাকে দানাগণ,
ত্বরায় আইল ধেয়ে।

হয়ে আনন্দিত, চলিল ত্বরিত,
হর-অনুমতি পেয়ে ॥
বাজায় বাজনা, নাচি যায় দানা,
নন্দী ভৃঙ্গী ধরে তাল।
শিঙ্গাডম্বুর করে, বৃষভ উপরে,
হর কন ভাল ভাল ॥
অতি কুতূহলে, চতুরঙ্গ দলে,
উত্তরিল ব্রহ্মপুরে।
দেখি পদ্মাসন, করি অভ্যর্থন,
বসিতে বলে সবারে ॥
যেমন যেজন, আসনে তেমন,
সবারে আনিয়া দিল।
পাইয়া আসন, বৈসে সর্ব্বজন,
অতি পুলকিত হৈল ॥
পুন পদ্মাসন, বিবাহ কারণ,
দেবগণ প্রতি কৈল।
দেবগণ কয়, 'বিলম্ব না সয়,
লগ্ন উপস্থিত হৈল ॥'
তবে প্রজাপতি, আনি কুশাবতী,
শিবদাসে বিভা দিল।
নানা আয়োজন, দিব্য অভরণ,
দোঁহারে ভূষিত কৈল ॥
ব্রহ্মা করে কন্যাদান, দেবগণ বেদ গান,
গায় নাচে যত বিদ্যাধরী।

বাজয়ে মঙ্গল পড়া, নারদ বান্ধে গাঁটছড়া,
আনন্দিত সৃষ্টি-অধিকারী ॥
বন্দিরা তপন সোম, হোতায় করিল হোম,
দুঁহে কৈল অনলে প্রণতি।
প্রণমিয়া দেবতারে, দুঁহে গেলা বাসঘরে,
সর্ব্বদেবে কহে প্রজাপতি ॥
'মোর নিবেদন শুন, সভাতে যতেক জন,
মনোরথ পূর্ণকর মোর।
কর সকলে ভোজন, কর্ম্ম হৈল সমাপন,
আনন্দে নাহিক আর ওর ॥'
ইহা শুনি দেবগণ, লয়ে সবে পত্রাসন
ভোজনে বসিলা ভিতে ভিত।
সামগ্রী যতেক আনি, যোগাইল পদ্মযোনি,
পরিবেষন করেন ত্বরিত ॥
নানাদ্রব্য উপহার, কতেক কহিব তার,
ভোজন করিল সর্বজন।
ভোজনান্তে আচমন, তাম্বুল করি ভক্ষণ,
অবশেষে করিল শয়ন ॥
রজনী-প্রভাতকালে, সর্ব্বদেব কুতূহলে,
সভাতে বসিল বার দিয়া।
কহে তবে শূলপাণি, 'শুন দেব পদ্মযোনি,
কন্যাবর দেহ পাঠাইয়া ॥'
ইহা শুনি প্রজাপতি, কন্যাবর শীঘ্রগতি,
আনিলেন বাহির করিয়া।

প্রণমিয়া পদ্মাসনে,　　চলিলেন সর্ব্বজনে,
　　কৈলাসেতে উত্তরিল গিয়া॥
হরপ্রিয়া হৈমবতী,　　কন্যাবর শীঘ্রগতি,
　　আনিলেন পুরের ভিতরে।
সঙ্গে যত সহচরী,　　দুঁহারে বরণ করি,
　　প্রবেশ করিল লয়ে ঘরে॥
দেবতা সকলে কয়,　　'শুন দেব মৃত্যুঞ্জয়,
　　নিবেদন করি তব স্থান।
তোমার সদনে এই,　পুনঃ পুনঃ মোরা কই,
　　শীঘ্র কর বসন নির্ম্মাণ॥'
ইহা কহি দেবগণ,　　গেলা সবে নিকেতন,
　　মহেশের লইয়া বিদায়।
হইয়া আনন্দমন,　　হরিবল সর্ব্বজন,
　　ভোলাদাস ইহামাত্র গায়॥

শিবদাসে কহিলেন ভোলা মহেশ্বর।
'বসন সৃজিয়া তবে দেহ ততঃপর।'
শিবদাস কহে 'প্রভু বলিলা আমায়।
কুটীর নাহিক আমি থাকিব কোথায়॥'
ইহা শুনি শিব বলে বিশাই ডাকিয়া।
"শিবদাসে ঘর তুমি দেহ ত বান্ধিয়া॥"
ইহা শুনি বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিল।
ত্বরায় বান্ধিয়া ঘর শিবে জানাইল।

তাড়াতাড়ি সেই ঘরে দেয়াল না হৈল।
তালপত্রের টাটি করি বিশ্বকর্ম্মা দিল॥
সেই ঘরে শিবদাস বসতি করিল।
সূতা ভিজাইয়া পাট করিতে লাগিল॥
পাট করিয়া সূতা ক্ষীরে ভাতাইল।
তাহার সকল ক্ষীর মাচেতে খাইল॥
সেই সূতা তানা করি সানাতে গাঁথিতে।
এলাইয়া যায় সূতা লাগিল ভাবিতে॥
পুনরপি শিবদাস তানা উবলিয়া।
আলুর মণ্ডেতে সূতা দিল ভাতাইয়া॥
আলুর মণ্ডেতে সূতা শক্ত নাহি হয়।
পুনরপি শিবদাস ভাবিত-হৃদয়॥
তাহা দেখি কুশাবতী কহেন তখন।
'বুঝি তুমি না পারিবে করিতে বসন'।
মহাদেব কাছে গিয়া কহ সবিনয়।
শক্ত না হইলে সূতা কেমনেতে রয়॥'
শিবদাস গমন করিল ইহা শুনি।
ভোজন করিতে বসিয়াছে শূলপাণি॥
হেনকালে শিবদাস উত্তরিল গিয়া।
করপুটে কহে কথা কুণ্ঠিত হইয়া॥
'আমার শকতি নাহি করিতে বসন।
এই হেতু আইলাম তোমার সদন॥
প্রথমেতে ক্ষীর দিয়া সূতা ভাতাইনু।
তানা করি সানা তায় গাঁথিতে নারিনু॥

পুন সুতা ভাতাইনু আনুমণ্ড দিয়া।
তবু না হইল শক্ত যায় এলাইয়া॥
শক্ত না হইলে সুতা বসন নহিব।
মোর সাধ্যে বস্ত্র প্রভু করিতে নারিব॥'
ইহা শুনি ভাবিতে লাগিল বিশ্বনাথ।
ভোজন রাখিয়া রহে মুটা করি হাত॥
শঙ্করী কহেন 'শুন শুন প্রাণনাথ।
ভোজন রাখিয়া কেন কোলে নিলে হাত॥
ভোজন করহ তুমি শুন মহাশয়।
করিব মন্ত্রণা আমি যাতে ভাল হয়॥'
ইহা শুনি মহাদেব নারিল রহিতে।
হস্ত পসারিয়া চলে ভোজন করিতে॥
পূর্ব্বে অঙ্গুলিতে যত অন্ন লাগি ছিল।
পউনে সে সব অন্ন শুকাইয়া গেল॥
অঙ্গুলি হয়েছে শক্ত দেখেন গোঁসাই।
শিবদাসে বলে 'পুত্র চিন্তা কিছু নাই॥
অন্ন-মণ্ড দেহ গিয়া সুতা শক্ত হবে।
ইহাত করিলে শক্ত অবশ্য হইবে॥'
শিবদাস কহিতে লাগিল ইহা শুনি।
'নারিব করিতে ইহা শুন শূলপাণি॥
অন্ন-মণ্ড দিলে হয় যবন-আচার।
কোন দেব মোর পুরে না যাইবে আর॥'
ইহা শুনি শূলপাণি শিবদাসে কয়।
'সর্ব্বদেব লয়ে যাব তোমার আলয়॥'

তাহা শুনি শিবদাস আনন্দ হইল।
পুনর্ব্বার গিয়া সূতায় অন্ন-মণ্ড দিল॥
তানা, সানা, নারাজ, বক্তান তাঁতে লয়।
টানাইতে গেল তাহে টান নাহি সয়॥
পশ্চাতে বলিব আমি ইহার কারণ।
আনন্দ করিয়া হরি বল সর্ব্বজন॥
মন দিয়া শুন সবে অপূর্ব্ব কথন।
কুশাবতী-গর্ভ-কথা শুনহ এখন॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ মাস হৈল।
ভবানী জানিয়া তারে পঞ্চামৃত দিল॥
ভাজা দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন ব্রাহ্মণী।
পরে সাধ খাওয়াইল দেবী কাত্যায়নী॥
দশ মাসে পুত্র প্রসবিল কুশাবতী।
শিবদাস দেখি বড় হৈল হৃষ্টমতি॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ মাস গেল।
ভোজন কারণ মহাদেবে জানাইল॥
শুনি মহাদেব বড় আনন্দ হইল।
হেন কালে দেবমুনি তথায় আইল॥
নারদে দেখিয়া হর হয়ে হৃষ্টমন।
তাহাকে কহিল দেব সব বিবরণ॥
শুনি মহামুনি বড় আনন্দ হইল।
মহাদেবে চাহি তবে কহিতে লাগিল॥
'ভোজনের দিন কর' কহিল তখন।
'ছয় মাস মধ্যে হয় পুত্রের ভোজন॥'

মহাদেব বলিলেন 'শুন তপোধন।
নিমন্ত্রণ দেহ তুমি সর্ব্ব দেবগণ॥'
শুনি মহামুনিবর চলিল তখন।
ব্রহ্মা আদি দেবগণে কৈল নিমন্ত্রণ॥
আইলেন দেবগণ যথায় শঙ্কর।
শিব সর্ব্ব লয়ে গেল শিবদাস ঘর॥
দেখি শিবদাস মনে আনন্দ হইল।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া সর্ব্বে অর্চ্চনা করিল॥
দিব্যাসনে বসিলেন সর্ব্ব দেবগণ।
'তব পুত্রে আন' বলি বলে ত্রিলোচন॥
ততক্ষণে শিবদাস পুত্রেরে আনিল।
অনেক যৌতুক তারে দেবগণ দিল॥
নানা দ্রব্য উপহার ভোজন করিয়া।
আশীর্ব্বাদ করি গেল বিদায় হইয়া॥
ক্রমে ক্রমে শিবদাসের অষ্ট পুত্র হৈল
মনের আনন্দে কত দানাদি করিল॥
শিবদাস গেল পুন যেখানে গোঁসাই।
কহিল 'তানাতে প্রভু টান হয় নাই॥
কেমনে হইবে বস্ত্র না হইলে টান॥'
ইহা শুনি ডাকে প্রভু বীর হনুমান॥
স্মরণ করিতে মাত্র হনু বীর আইল।
প্রণাম করিয়া করপুটে দাঁড়াইল॥
'কি কারণে মহাপ্রভু ডাকিলে আমারে?'
প্রভু বলে 'যাহ তুমি তাঁত ধরিবারে॥'

এ কথা শুনিয়া হনু তখনি চলিল।
শিবদাসের দক্ষিণেতে তাঁত ধরিল॥
'টানিয়া ধরহ তুমি' কহিল তাহায়।
বলবান্-হনু-টানে সূতা ছিড়ে যায়॥
'সহজে টানহ তুমি' হনুরে কহিল।
একথা শুনিয়া হনু বড় নোল দিল॥
তাহা দেখি শিবদাস বেজার হইল।
হরের সাক্ষাতে সব বার্ত্তা জানাইল॥
করযোড় করি পুন মহাদেবে কয়।
'হনু হৈতে মহাপ্রভু বস্ত্র নাহি হয়॥
টানিতে বলিলে টানে বড়ই করিয়া।
সেই টানে সূতা সব যায় ত ছিঁড়িয়া॥
সহজে টানিতে বলি বড় নোল দিল।
হনুব ধরাতে প্রভু বস্ত্র না হইল॥
যন্ত্রী বিনা যন্ত্র কেহ ধরিতে না পারে।
কে আছে এমন যন্ত্রী কহত আমারে॥'
এত শুনি মহাদেব বিশাই ডাকিল।
সেই ক্ষণে আসি সেই প্রণাম করিল॥
শিব কহে 'বিশ্বকর্ম্মা শুন মোর বাণী।
শিবদাসের তাঁত গিয়া ধরহ আপনি॥'
'যে আজ্ঞা করিলে মোরে দেব পঞ্চানন।
মন দিয়া শুন কিছু মোর নিবেদন॥
দেবতার আবির্ভাব আছে সব তাঁতে।
তে কারণে প্রভু মোর ভয় লাগে চিতে॥

ধরিতে নারিব তাঁত বসিয়া থাকিলে।
তবেত পারিব আমি অর্দ্ধেক পুতিলে॥
গলে দড়ি দিয়া মোর বাঁধিয়া রাখিবে।
মনমত টান নোল করিতে পারিবে॥
আর এক নিবেদন তোমার গোচরে।
শিবদাস তাহা যদি অঙ্গীকার করে॥
ফান্দা, নলি, জোল, পাটি, নাতা মুখে দাগ
ইহাত রাখিয়া তাঁতী না করিবে ত্যাগ।
ফান্দা নলি দাগ বুনি ফিরাইবে পাটি।
ক্ষীণ নোল দিয়া তাঁতী যাইবেক উঠি॥
পৌষ মাস শুক্ল পক্ষ তিথিতে নবমী
সেই দিনে বিশ্বনাথ জন্মিয়াছি আমি॥
জন্মতিথি দিনে যদি মোর পূজা করে।
অবশ্য লইব ভার তোমার গোচরে॥
শুনি গঙ্গাধর তবে শিবদাসে কয়।
'পাঁচ কর্ম্ম করিবারে তোমারে ত হয়॥'
'অবশ্য করিব ইহা' শিবদাস কয়।
শুনি আনন্দিত বড় হৈল মহাশয়॥
বিশ্বকর্ম্মা লয়ে তবে শিবদাস গেল।
আপন দক্ষিণ ভাগে অর্দ্ধেক পুতিল॥
গলেতে বাঁধিয়া দড়ি খেলে টান দিল।
সুযন্ত্র হইল তাঁত বুনিতে লাগিল॥
স্নান করিবারে দুর্গা করেন গমন।
মনে করে দেখে যাই কেমন বসন॥

টাটি ছিদ্র করিলেন পূরিয়া অঙ্গুলি।
বসন দেখিয়া মাতা স্নানে গেল চলি॥
স্নান করি মহামায়া ঘরেতে আইল।
পুন হর গঙ্গাধর স্নানেতে চলিল॥
তাঁতেতে সুন্দর তার আল নাহি হয়।
বিস্তর ছিঁড়িল সুতা ভাবিত হৃদয়॥
তাঁতে বসি শিবদাস ভাবিতে লাগিল।
কীর্ত্তিবাস হেন কালে দেখিতে আইল॥
শিবদাস মহাদেবে দেখিতে পাইয়া।
টাটির পাতা খসায়ে যায় পলাইয়া॥
'কহ কহ শিবদাস যাও কোথাকারে।
কি লাগি পালাও তুমি কহ ত আমারে॥'
শুনি শিবদাস আর যাইতে নারিল।
সেইখান থেকে কথা কহিতে লাগিল॥
'অন্ধকারে তাঁত আমি দেখিতে না পাই।
তেকারণে প্রভু আমি পলাইয়া যাই॥'
শিব কয় 'দিব্য আলো তোমার তাঁতেতে
তবে কেন পার নাই বসন বুনিতে॥'
শিবদাস পুনরপি ফিরিয়া আইল।
সুন্দর হয়েছে আলো দেখি হৃষ্ট হৈল॥
কহিতে লাগিল 'প্রভু এমত না ছিল।
পলাইয়া গেনু তেঁই সুন্দর হইল॥'
শিবদাস কথা শুনি প্রভু কন তবে।
'তাঁতের দক্ষিণে এক ঝরকা রাখিবে॥'

শুনি শিবদাস তাহা স্বীকার করিল।
পেয়ে আলো তাঁত ভাল বুনিতে লাগিল
স্নান করি গঙ্গাধর পুরে প্রবেশিল।
তিন দিনে বস্ত্রখানি বুনান হইল।
বস্ত্র লয়ে শিবদাস করিল গমন।
যেখানে বসিয়া হর গৌরী দুই জন॥
বস্ত্র দিয়া শিব দাস দোঁহে প্রণমিল।
দেখি দুঁহাকার মনে আনন্দ জন্মিল॥
বসিতে বলিল এক পিড়ার উপর।
দুই জনে উঠি গেলা পুরের ভিতর॥
বস্ত্র পরি পার্ব্বতীর সুখ-সীমা নাই।
কিবা দিব শিবদাসে ভাবেন গোঁসাই॥
পার্ব্বতী বলেন 'প্রভু যুক্তি বলি আমি।
কনক-পৈতা শিবদাসেরে দেহ তুমি॥
শুনি হর দিগম্বর হয়ে আনন্দিত।
গণেশ! বলিয়া শিব ডাকেন ত্বরিত॥
হেতা সব দেবগণ করে অনুমান।
কত দিনে হইবেক বস্ত্রের নির্ম্মাণ॥
ভাবিয়া দেখিল মনে বসন হইল।
মহাদেব-গৌরী-স্থানে দিতে লয়ে গেল।
বড় হৃষ্ট হয়ে দুহে বসন পাইয়া।
ব্রাহ্মণ করিবে তারে স্বর্ণ-পৈতা দিয়া।
ইহা জানি দেবগণ ভাবিতে লাগিল॥
ব্রাহ্মণ হইলে তবে বস্ত্র না হইল॥

কোন মতে শিবদাসে পৈতা নাহি পায়।
ইহার কারণ এক করহ উপায়॥
এই ত ভাবনা সবে করিতে লাগিল।
সুরমুনি হেন কালে তথায় আইল॥
নারদে দেখিয়া বড় আনন্দ হইল।
তাহারে সকল কথা কহিতে লাগিল॥
শুনিয়া নারদ 'কন আমি তথা যাব।
স্বর্ণ-পৈতা আমি তথা ছলেতে লইব॥
তার পরে বিশ্বনাথ বর তারে দিবে।
একখানি বস্ত্র বুনি বার বর্ষ খাবে॥
এইহেতু সরস্বতী তথাকারে যাও।
তার তুণ্ডে বসি এই বাক্য ত বলাও॥
কুশাবর্ত্তা সঙ্গে আমি মন্ত্রণা করিব।
তব অগ্রে আসি আমি বর মাগি লব॥
ইহা শুনি দেবগণ দুঁহা পাঠাইল।
ত্বরাত্বরি দুঁহে তবে কৈলাসেতে গেল॥
নারদ চলিয়া গেল পুরের ভিতর।
শিবদাস বসি আছে পিঁড়ির উপর॥
শিবদাস সেইখানে নারদ দেখিয়া।
বসিবারে দিল পিঁড়ি আপনি উঠিয়া।
পিঁড়ির উপরে গিয়া নারদ বসিল।
শিবদাস ভূমে তখন বসিয়া রহিল॥
হেনকালে লম্বোদর শিবের সাক্ষাতে।
কি আজ্ঞা বলিয়া রন করি যোড়হাতে॥

সুবর্ণের পৈতা হর লম্বোদরে দিয়া।
পিঁড়িতে যে বসি আছে তারে দেহ গিয়া॥
ইহা শুনি লম্বোদর বাহির হইল।
নারদেরে পৈতা দিয়া গনেশ চলিল॥
পৈতা পাইল যদি মুনি তপোধন।
মনস্কাম পূর্ণ হল চলিল তখন॥
পুনরপি সেই মুনি আচার্য্য হইয়া।
কুশাবতী নিকটেতে উত্তরিল গিয়া॥
পঞ্জিকা গণিয়া রাশি গণিতে লাগিল।
কতগুলা আক্ যোক্ ভূমেতে কাটিল॥
খড়ি হাতে দিয়া বলে 'এক ঘরে রাখ।
নির্ণয় করিয়া গণি বসে তুমি দেখ॥'
ইচ্ছা শুনি এক ঘরে খড়ি ত রাখিল।
তাহা দেখি গ্রহবিপ্র মাথে হাত দিল॥
দেখি কুশাবতী পুন জিজ্ঞাসে তাহারে।
'বড অমঙ্গল দেখি' কহে মৃদু স্বরে॥
'শিবদাস গিয়াছেন বস্ত্র হরে দিতে।
বড়ই বিপাক দেখি তাঁহার বরেতে॥
এক খানি বস্ত্র বুনি বার বর্ষ খাবে।
তবে তব পুত্রগণ বুনিতে নারিবে॥
এ বর ছাড়িয়া যদি অন্য বর মাগ।
কর্ম্মেতে পারগ হয় তোমার বালক॥'
'কহ কহ গ্রহবিপ্র জিজ্ঞাসি যে আমি।
কোন্ বর মাগি লব বলে দেহ তুমি॥'

ইহা শুনি গ্রহবিপ্র বলিতে লাগিল।
'নিত্য বুনি নিত্য খাই এই বর ভাল॥
আর এক কথা তুমি শুন কুশাবতী।
চাল ডাল কিছু তুমি আন শীঘ্রগতি॥
গ্রহারিষ্ট আছে তাহা করিব খণ্ডন।
শুভক্ষণে শিবদাস আসিবে এখন॥'
শুনি কুশাবতী তবে চাল ডাল দিল।
হুড়বড় করি কত কহিতে লাগিল॥
কতক্ষণে কহে বিপ্র কুশাবতী ঠাঁই।
'গ্রহ খণ্ডাইনু আমি চিন্তা কিছু নাই॥'
ইহা কহি গেল বিপ্র বিদায় হইয়া।
দেবস্থানে সর্ব্বতত্ত্ব জানাইল গিয়া॥
শুনি দেবগণ বড় আনন্দিত মন।
শিবদাস লয়ে হেথা শুনহ কথন॥
কতক্ষণে মৃত্যুঞ্জয় বাহির হইয়া।
দেখিলেন শিবদাস আছেন বসিয়া॥
'কহ শিবদাস বসি আছ কি কারণ?
এতক্ষণ গৃহে কেন করনি গমন?'
'বসিতে বলিয়া প্রভু গৃহে গেলে তুমি।
কেমন করিয়া নাথ উঠে যাব আমি॥'
শিব কন 'তোমা আমি বিদায় করিনু।
গণেশের হাতে দিয়ে পৈতা পাঠাইনু॥'
শিবদাস কহে পুন 'শুনহ গোঁসাই।
নারদেরে দিল পৈতা মোরে দিল নাই॥'

ইহা শুনি মহাদেব মনেতে ভাবিল।
দেবচক্রে শিবদাস পৈতা না পাইল॥
শিবদাসে কহে হর 'বর মাগ তুমি।
বারবর্ষ বসি খাবে বুনি একখানি॥'
তবে সরস্বতী তার জিহ্বা-অগ্রে বসি।
কহিলেন 'ঘর হৈতে জিজ্ঞাসিয়া আসি॥'
ইহা কহি শিবদাস ঘরেতে আইল।
কুশাবতী-স্থানে সব কহিতে লাগিল॥
শুনি কুশাবতী তবে লাগিল কহিতে।
'পুত্র মুখ হেতু চাহ এ বর লইতে॥'
শিবদাস বলে 'প্রিয়ে জিজ্ঞাসি তোমারে।
কোন্ বর লব আমি প্রভুর গোচরে॥'
তদন্তরে কুশাবতী কহিতে লাগিল।
'নিত্য বুনি নিত্য খাই এই বর ভাল॥
এই বর লহ তুমি প্রভুর গোচরে।
তবে ত পারক হবে সকল কুমারে॥'
ইহা শুনি শিবদাস পুনর্ব্বার গেল।
প্রণাম করিয়া হরে কহিতে লাগিল॥
'মোর বাক্য অবধান করহ গোঁসাই।
যে বর কহিলে তুমি তাহে কার্য্য নাই॥
তোমার অগ্রেতে প্রভু এই বর চাই।
প্রত্যহই বুনি বস্ত্র প্রত্যহই খাই॥
তথাস্তু বলিয়া হর ভাবিলেন মনে।
শিবদাসে বিড়ম্বন কৈল দেবগণে॥

বর লয়ে শিবদাস করিল গমন।
কুশাবতী বলে 'ভাল হইল এখন॥'
তদন্তরে কুশাবতী কহিতে লাগিল।
'বিশ্বকর্ম্মার জন্মতিথি নবমী আইল॥
ইহার কারণ মোরে কহ দেখি তুমি।
সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাহি দেখি আমি॥
ইহা শুনি শিবদাস মনেতে ভাবিল।
কান্দিতে খড়ম পাটি বান্ধিয়া লইল॥
সওদাগর স্থানে গিয়া হৈল উপনীত।
সম্ভাষ করিল তারে যেমন বিহিত॥
'আইস আইস করি' তারে বসিতে বলিল
'কিহেতু আইলে তুমি সাধু জিজ্ঞাসিল॥'
'বস্ত্র বান্ধা রাখি শত তঙ্কা দেহ মোরে।
এই হেতু আইলাম তোমার গোচরে॥'
সাধু কয় 'অপ্রত্যয় নাহি করি আমি।
কত তঙ্কা চাহ বলি লৈয়া যাহ তুমি॥'
শিবদাস কয় আমি অমনি নারিব।
বন্ধক রাখিয়া বস্ত্র কালি উদ্ধারিব॥
ইহা শুনি বস্ত্র রাখি শত তঙ্কা দিল।
তঙ্কা লৈয়া শিবদাস কহিতে লাগিল॥
'শুন সদাগর মোর এই নিবেদন।
খুলিয়া না দেখ এই বিষ্ণুর বসন॥'
তার কাছে শিবদাস বিদায় হইয়া।
নানাদ্রব্য উপহার আনিল কিনিয়া॥

দিবা অবসানে আসি ঘরে উত্তরিল।
দেখি কুশাবতী তবে কহিতে লাগিল॥
'জন্মতিথি পূজা এই পূর্ব্বাহ্নেতে হয়।
দিন গেল হৈল আসি রজনী সময়॥'
শিবদাস বলে 'প্রিয়ে যে কহিবে তুমি।
ভাল মতে সবতত্ত্ব তাহা জানি আমি॥
দিবসের পূজা এই কভু মিথ্যা নয়।
অনুসার ক্রমে এই রজনীতে হয়॥'
ইহা শুনি কুশাবতী কহেন তখন।
'কেমনে আনিলে তুমি এত আয়োজন॥'
পুনরপি শিবদাস কহে আর বার।
'পূজা অন্তে কব প্রিয়ে সব সমাচার॥'
পূজার যতেক কথা কি কহিব আর।
কত আয়োজন তাহে নানা উপহার॥
পূজা অন্তে ঘরেতে বসিল দুই জন।
তঙ্কার বৃত্তান্ত কথা কহেন তখন॥
শুনি কুশাবতী মনে বড়ই ভাবনা।
'কেন বা করিলে হেন মিথ্যা প্রবঞ্চনা॥
যদি সেই বস্ত্র খুলি দেখে সদাগর।
ভণ্ড বলি প্রচারিবে সকল নগর॥
কোথা হৈতে সদাগরে আনি দিবে তঙ্কা।
ইহার কারণ মোর মনে বড় শঙ্কা॥'
শুনি শিবদাস বড় ভয় মনে পেয়ে।
কহিলেন 'হেথা হতে যাই পলাইয়ে॥'

কুশাবতী ইহা শুনি সায় তাতে দিল।
ঘরের সামগ্রী যত বাহির করিল॥
যতেক পারিল তাহা সংহতি করিয়া।
চলিলেন সর্ব্বজন শ্রীহরি বলিয়া॥
শ্রীহরি বলিয়া যাত্রা করিল যখন।
মনে মনে বিচার করেন নারায়ণ॥
'বিপদে পড়িয়া যদি স্মরিবে আমারে।
অবশ্য চাহিত তারে ত্রাণ করিবারে॥
যদি আমি এ সময় দয়া না করিব।
তবে কেন মধুসূদন নাম লোকে লব॥'
ইহা ভাবি হৃদি মধ্যে দয়া উপজিল।
পূজার যতেক দ্রব্য রত্নময় কৈল॥
সদাগর পাশে সেই খড়মপাটি ছিল।
কাষ্ঠ ছাড়ি এবে সেই বসন হইল॥
শিবদাস ইহা মাত্র কিছুই না জানে।
চলিল ত্বরিত বড় ভয় পেয়ে মনে॥
কত দূর এই রূপে গেলন্ত চলিয়া।
মন ফিরাইল হরি নিজ মায়া দিয়া॥
চকিত হইয়া পুন ভাবিতে লাগিল।
চালের বাতায় সূত্র সুসাবর ছিল॥
কুশাবতী বলে 'এই খানে রহ তুমি।
ত্বরা করি সূত্র সুসার লয়ে আসি আমি॥'
শিবদাস বলে 'প্রিয়ে তুমি বসে থাক।
সামগ্রী সকল আর পুত্রগণে রাখ॥'

সকলে রাখিয়া পুন শিবদাস গেল।
দূরে থাকি দেখিলেক ঘরে বড় আলো॥
উপনীত হৈল গিয়া দুয়ারের কাছে।
পূজার যতেক দ্রব্য রত্ন হয়ে আছে॥
দেখি শিবদাস মনে আনন্দ বিধান।
শীঘ্রগতি কহিলেন কুশাবতী স্থান॥
শুনি কুশাবতী মনে বড় আনন্দিত।
হইয়া গৃহেতে পুন চলিল ত্বরিত॥
আসিয়া দেখিল দ্রব্য সেইত সকলে।
কিসের ভাবনা আর দুইজনে বলে॥
মনের হরিষে সবে রজনী বঞ্চিল।
পরদিন শিবদাস রত্ন লইয়া গেল॥
সদাগর স্থানে গিয়া হৈল উপনীত।
দেখি সদাগর মনে বড় আনন্দিত॥
বসিতে বলিল তারে আসন উপরে।
শিবদাস বসি তবে কহে সদাগরে॥
'শত তঙ্কা লইলাম বস্ত্র বান্ধা দিয়া।
আইলাম আজি আমি তাহার লাগিয়া॥
রত্ন আনিয়াছি আমি মূল্য করি কত।
শত তঙ্কা লয়ে মোরে আর সব দেহ॥
শুনি সদাগর সেই রতন লইল।
রত্ন দেখি শিবদাসে কহিতে লাগিল॥
'লক্ষ তঙ্কা এই রত্ন মূল্য দিব আমি।
কেমন করিয়া তঙ্কা লয়ে যাবে তুমি॥'

শুনি শিবদাস মনে আনন্দ হইল।
বলদ শকট সব ডাকিয়া আনিল॥
শিবদাস সদাগরে বলিল তখন।
'শত তঙ্কা লয়ে মোরে দেহ ত বসন॥'
এত শুনি সদাগর বলিলেন তায়।
'মূল্য লয়ে বস্ত্রখানি দেহ ত আমায়॥
এ বস্ত্র কেমন বটে খুলে দেখি আমি।'
শিবদাস বলে 'বস্ত্র খুলনাক তুমি॥'
তবু সদাগর বস্ত্র লাগিল খুলিতে।
শিবদাস তাহা ধরি লাগিল টানিতে॥
দুহাকার টানেতে বাকল খসি গেল।
দুহেতে দেখিয়া রত্ন আনন্দ হইল॥
সদাগর পুন কয় 'শুন শিবদাস।
বস্ত্রখানি দিয়া মোর পূর অভিলাষ॥'
শিবদাস কহে 'ইহা বেচিতে নারিব।
এই বস্ত্র দিয়া আমি শ্রীহরি তুষিব॥'
অন্তর্যামী নারায়ণ জানেন সকল।
মনে করে ইহা দিয়া তুষিব অনল॥
হেথা সদাগর পুন কহিলেন তবে।
'পুনরপি বুনি বস্ত্র নারায়ণে দিবে॥'
ইহা শুনি শিবদাস কহিল তখন।
'লক্ষ তঙ্কা মূল্য দিলে পাইবে বসন॥'
সদাগর কহিতে লাগিল ইহা শুনি।
'সত্তর হাজার লয়ে দেহ বস্ত্র খানি॥'

ইহা শুনি শিবদাস না করে স্বীকার।
পুনরপি কহে 'দিব অশীতি হাজার॥'
তার পর কহিতে লাগিল শিবদাস।
'মিছে কেন বস্ত্র নিতে কর অভিলাষ॥'
ইহা শুনি বলে 'দিব নব্বই হাজার।'
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করিল বেজার॥
ক্রোধ করি বলে 'বস্ত্র তোমারে না দিব।
এই বস্ত্র লয়ে আমি অনলে পোড়াব॥
কৃষ্ণ সত্য জগতেতে আর সব মিছা।
অবশ্য হইবে যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা॥'
সাধু বলে 'এই বস্ত্র পোড়াইবে তুমি।
লক্ষ মুদ্রা ছড়াইয়া ফেলে দিব আমি॥'
কৃষ্ণ বলি শিবদাস বস্ত্রে অগ্নি দিল।
সদাগর লক্ষ তঙ্কা ছড়ায়ে ফেলিল॥
এই কথা প্রচার হইল সর্ব্ব ঠাঁই।
ধন্য ধন্য শিবদাস বলেন সবাই॥
সদাগর লক্ষ তঙ্কা ছড়িয়ে ফেলিল।
তবু শিবদাস সহ তুলনা না হল॥
শতকমি লক্ষ তঙ্কা দিল সদাগর।
বলদে শকটে লয়ে চলিলেন ঘর॥
কুশাবতী দেখিয়া ত আনন্দিত মন।
ঘরের ভিতরে লয়ে রাখিলেন ধন॥
এইরূপে দুইজনে মনে বড় সুখী।
কুশাবতী দুঃখী হল পুত্র যোগ্য দেখি॥

বিবাহের কথা শিবদাসে নাহি কয়।
মনে মনে কুশাবতী ভাবিত-হৃদয়॥
রহিতে নারিল সদা দুখ উঠে মনে।
স্বামীরে কহিতে গেল, ভোলাদাস ভনে॥

করিয়া প্রণতি, বলে কুশাবতী,
শিবদাস বিদ্যমান।
'পুত্রগণ যত, হল উপযুক্ত,
তাহে কর অবধান॥
অষ্টম কুঙর, দেখিতে সুন্দর,
বিভাযোগ্য সবে হৈল।
ভাবি এই দুখ, চিত্তে নাহি সুখ,
তোমার তেমন নৈল॥
বিবাহ কারণ, কন্যা অন্বেষণ,
নাহি কর কেন তুমি।
চেষ্টা না করিলে, নিশ্চিন্ত রহিলে,
দুঁই তোমা কহি আমি॥
আমি বামা জাতি, ঘরে মোর স্থিতি,
গৃহকর্ম্ম মাত্র সার।
তুমি বর্ত্তমানে, যাব কার স্থানে,
কেবা সহে এই ভার॥
মহেশ পিতামহ, ব্রহ্মা মাতামহ,
জনক সাক্ষাৎ তুমি।

এসব থাকিতে, নাহি কর চিতে,
কি আর কহিব আমি॥'
এ কথা শুনিয়া, লজ্জিত হইয়া,
তারে বলে শিবদাস।
'ইহার কারণ, যাব শম্ভু-স্থান,
কহিব তাঁহার পাশ॥'
তবে শিবদাস, যথা কৃত্তিবাস,
উপনীত গিয়া হৈল॥
প্রণাম করিয়া, করযোড় হইয়া,
সুমুখে দাঁড়ায়ে রৈল॥
সদাশিব কয়, 'শুনরে তনয়,
কেন আগমন হেথা।
তাহার কারণ, করিব শ্রবণ,
মোরে কহ সেই কথা॥
মুখ ম্লান দেখি, কোন্ হেতু দুখী,
শীঘ্র মোরে কহ তুমি।
তব দুখ দেখি, নহি কিছু সুখী,
হৃদে ব্যথা পাই আমি॥'
কান্দিতে কান্দিতে, প্রভুর সাক্ষাতে,
শিবদাস নিবেদয়।
'আমার ভারতী, কর অবগতি,
দেব-দেব মৃত্যুঞ্জয়॥
মম শুভাদৃষ্ট, পুত্র হৈল অষ্ট,
আনন্দ নাহিক ওর।

বিবাহ কারণ, নাহি কর মন,
কপাল মন্দ মোর॥
তোমা বিনে আর, কে আছে আমার,
বল যাব কার স্থানে।
অন্যের সাক্ষাতে, একথা কহিতে,
লজ্জা পাই বড় মনে॥
বুঝি হিতাহিত, যা হয় উচিত,
শীঘ্রগতি কর তুমি।
তোমার চরণে, এই নিবেদনে,
সকল কহিনু আমি॥'
শুনি ত্রিলোচন, কহেন তখন,
'এ কর্ম্ম আমার হয়।'
শিব দাস প্রতি, কহে পশুপতি,
'নাহি কিছু তব ভয়॥
যজ্ঞেতে আমার, জনম তোমার,
ব্রহ্মা-যজ্ঞে কুশাবতী।'
দিগম্বর কয়, 'তোমার তনয়,
উভয় কুলের নাতি॥
তোমার সোসর, নাহি দেখি আর,
কুটুম্বের যোগ্য হয়।
কার কন্যা আনি, করাব গৃহিণী,
ইহাতে ভাবি হৃদয়॥
এতেক ভাবিতে, সুখ নাহি চিতে,
মন উচাটন কৈল।

হেনকালে তথা, শিখর দুহিতা,
আসি উপনীত হইল॥
বিরস-বদন, দেখি পঞ্চানন,
শঙ্করী তখন কয়।
'কিসের কারণ, উচাটনমন,
মোরে কহ মহাশয়।'
তবে পঞ্চানন, সব বিবরণ,
কহেন তাঁর সাক্ষাতে।
শুনিয়া কারণ, অভয়া তখন,
পুন কহে যোড়হাতে॥
'তুমি মৃত্যুঞ্জয়, কারে তব ভয়,
নাহি এ চৌদ্দ ভুবনে।
অলপ কারণ, ভাব এত ক্ষণ,
এই সে বিস্ময় মনে॥
পুত্রগণ লয়ে, করাতে চিরিয়ে,
একে কর দুই খান।
মনেতে ভাবনা করি, করহ পুরুষ নারী
পুন তারে দেহ প্রাণদান॥
ডান অঙ্গে সবে, পুরুষ হইবে,
বামে হবে নারীগণ।
এক অঙ্গ হতে, হবে দুই মতে,
তাতে কর সংঘটন॥'
কহেন ভবানী, শুনি শূলপাণি,
আনন্দ বড়ই হৈল।

হায় হায় করি, নীলকণ্ঠধারী,
ভবানীরে সায় দিল ॥
কহে কৃত্তিবাস, 'শুন শিবদাস,
তোমারে কহিয়ে আমি।
মোর বাণী ধর, এক ঘর কর,
চারি দ্বার রাখ তুমি ॥
দুয়ার মধ্যেতে, রাখিয়ে করাতে,
তাতে চিরি হবে পার।
দুই খানি তবে, নারী নর হবে,
মোর বাক্য সারোদ্ধার ॥'
এতেক শুনিয়ে, হরষিত হয়ে,
শিবদাস তবে যায়।
শঙ্করী শঙ্কর, দুহে একত্তর,
বন্দিনু দোঁহার পায়।
আপন ভবনে, করিয়া গমনে,
উপনীত গিয়া হৈল।
সকল ভারতী, শুনি কুশাবতী,
তাহাতে সম্মতি দিল ॥
তবে ভোলানাথ, করি যোড়হাত,
এই বাঞ্ছা করে মনে।
শ্রীগুরু চরণ, ভাবিয়া এ দীন,
যেন নহে পাশরণে ॥
মনোহর এক ঘর নির্ম্মাণ করিয়া।
কহিল বৃত্তান্ত সব পুত্রেরে ডাকিয়া ॥

এই ঘর মধ্যে তোমা প্রবেশিয়া সবে ।
করাতে চিরিয়া মাত্র বাহির হইবে ॥
দুই খান হলে তবে নারী ভার্য্যা হবে ।
হরবাক্য সারোদ্ধার খণ্ডন না হবে ॥
ইহা শুনি চারি ভাই মনে ভয় পেয়ে ।
নারিল করিতে তারা গেল পালাইয়ে ॥
চারি জন পালাইল চারি ত রহিল ।
যোড় হাত করি তারা কহিতে লাগিল ॥
‘ইহাত করিব মোরা তোমার আজ্ঞাতে ।
তোমার বচন মোরা নারিব লঙ্ঘিতে ॥
ইহা কহি চারি ভাই গৃহে প্রবেশিল ।
করাতে মস্তক দিয়া বাহির হইল ॥
মাঝামাঝি চিরিয়া হইল দুইখান ।
মৃত্যুঞ্জয় আজ্ঞাতেই পাইল পরাণ ॥
দক্ষিণে পুরুষ তার বামে নারী হল ।
এক অঙ্গে এইরূপে স্ত্রীপুরুষ হল ॥
দেখি শিবদাস বড় আনন্দিত মন ।
কুশাবতী প্রতি চাহি বলেন তখন ॥
‘পলাইয়া গেল যেই মোর পুত্র চারি ।
পুত্র বলি আমি তারে গণনা না করি ॥
এই চারি পুত্র মোর হৈল বংশধর ।
পাঠাইয়া দিব আমি মর্ত্ত্যের ভিতর ॥
মর্ত্ত্যলোকে গিয়া সবে বসন বুনিবে ।
নরলোকগণ তবে বসন পাইবে ॥

ইহা শুনি কুশাবতী আনন্দ হইল।
'যেই তব মত হয় করহ' বলিল॥
শিবদাস চারি পুত্রে কহেন তখন।
'মোর বোলে মর্ত্ত্যলোকে করহ গমন॥'
যে আজ্ঞা বলিয়া তারা করিল স্বীকার।
শিবদাস কহিতে লাগিল আরবার॥
'পূর্ব্ব দিকে বন্দীরাম তুমি যে থাকিবে।
মোর বোলে মধু তুমি পশ্চিমে যাইবে॥'
ইহা শুনি চারি ভাই প্রণাম করিল।
শ্রীহরি স্মরণ করি গমন করিল।
এখন কহিব তাহা শুন বিবরণ।
পালাইয়া গেল যেই ভাই চারি জন॥
একজন জলমধ্যে পড়ে ঝাঁপ দিয়া।
তেকারণে তার নাম ঝাঁপানে বলিয়া॥
আর এক জন গিয়া কোঠরে রহিল।
তেকারণে তার নাম কুঠুরে হইল॥
শর বনে লুকাইয়া রহে এক জন।
সরাক বলিয়া তার হইল ঘোষণ॥
পাটবনে এক জন লুকাইয়া রয়।
সর্ব্বজনে তাহারেত পেগো বলি কয়॥
চারি জন কথা এই সংক্ষেপে কহিল।
বিস্তার করিয়া তাহা কহিতে নারিল॥
আর চারি ভাই তারা আইল অবনী।
এক এক করি তার কহিব কাহিনী॥

পূর্ব্ব দিকে বন্দিরাম বারেন্দ্র হইল।
পশ্চিমেতে মধুসূদন মধ্যম রহিল॥
দক্ষিণেতে জনার্দ্দন দক্ষিণ বলিয়া।
উত্তরেতে উদ্ধবেরে উত্তর করিয়া।
এই রূপে চারি ভাই চারিকুল হৈ।
কত দিনে কুশাবতী শিবদাসে কৈল॥
'পুত্রগণে পাঠাইলে মরত ভুবনে।
নাহি দেখি নাহি শুনি আছয়ে কেমনে॥
একবার তা সবারে দেখিতে যুয়ায়।
আমারে লইয়া তুমি চলহ তথায়॥'
ইহা শুনি শিবদাস কহিতে লাগিল।
'তুমি জানাইলে তাহা মোর মনে ছিল॥
চল দোঁহে যাই তবে মরত ভুবনে।
হিয়া যুড়াইব মোরা দেখি পুত্রগণে॥'
ইহা শুনি কুশাবতী হৃষ্ট হৈল মনে।
শ্রীহরি বলিয়া দোঁহে করিল গমনে॥
উপনীত হৈল আসি মরত ভুবনে।
প্রথমেতে গেলা বন্দিরামের সদনে॥
দেখিয়া তাহার নারী কহে স্বামীস্থান।
'মাতাপিতা এল তব দেখ বিদ্যমান॥'
দেখিয়া সে বন্দিরাম তখনি উঠিল।
ভূমেতে পড়িয়া পদতলে প্রণমিল॥
শীতল জলেতে দুঁহা পদ পাখালিল।
দিব্যাসন আনিয়াত তাতে বসাইল॥

বন্দিরাম বলে 'আজি মোর সুপ্রভাত।
তেকারণে হেতায় আইলে তাত মাত! ॥'
শিবদাস বলে 'কহ আপন কল্যাণ।
তাহা শুনি আমাদের যুড়াক্ পরাণ॥'
বন্দিরাম কহে 'পিতা কর অবধান।
তোমাদের আশীর্ব্বাদে সকল কল্যাণ ॥'
এ কথা শুনিয়া দোঁহে মনে প্রীত হৈল।
সেবা ভক্তি বন্দিরাম বিস্তর করিল॥
দিন কত তথায় বঞ্চিল দুই জন।
আশীর্ব্বাদ করি পুন করিল গমন॥
পশ্চিমে মধুসূদন আছেন যথায়।
পুনরপি দোঁহে যেয়ে উত্তরে তথায়॥
দেখিয়া তাহার বড় আনন্দ হইল।
সেইরূপ সেবা ভক্তি সেহত করিল॥
তবে আশীর্ব্বাদ দিয়ে করিল গমন।
উত্তরেতে উদ্ধবেরে দিল দরশন॥
পিতামাতা দেখি বড় আনন্দ হইল।
সেবাভক্তি বিধিমতে বিস্তর করিল॥
তারে আশীর্ব্বাদ দিয়ে করিল গমন।
দক্ষিণেতে জনার্দ্দনে দিল দরশন॥
পিতামাতা দেখি সেহ আনন্দ হইল।
কতদিন দুইজনে তথায় রহিল॥
শিবদাস বলে তবে কুশাবতীস্থান।
'পুত্রগণ ভাল দেখি যুড়াইল প্রাণ॥

কৈলাসেতে যাব চল বিলম্ব না সয়।'
'যে আজ্ঞা' বলিয়া তবে কুশাবতী কয়॥
পুত্রে আশীর্ব্বাদ দিয়ে করিল গমন।
কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া দিল দরশন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো ভাই কৃষ্ণ বলে মুখে।
তরিয়া সমনদায় স্বর্গে যাবে সুখে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে পশিবে কৃষ্ণদেহে।
শ্রীমুখের আজ্ঞা কভু নাহিক সন্দেহে॥
পুত্রসূত্রে ভাঙ্গি ইহা হইল পয়ার।
দোষ ঘাট কিছুমাত্র না লবে আমার॥
ভোলাদাস-অভিলাষ এইমাত্র মনে।
নিরবধি থাকে মন গুরুর রচণে॥
এই কথা এত দূরে সমাপ্ত হইল।
আনন্দ করিয়া সবে হরি হরি বল॥

ইতি বিশ্বকর্ম্মা পুস্তক সমাপ্তঃ।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা—২৪ নং মীর্‌জাফর্শ লেন গুপ্তপ্রেশে ও শিমুলিয়া হর্ত্তুকী বাগান ৮ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বাবু দেবীচরণ দাসের নিকট এবং ফরাশীডাঙ্গা কাঁটাপুকুর লেন ১২ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র দের নিকট তত্ত্ব করিলে এই পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

PRINTED BY M. L. DASS.